৫৩

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... FEB 15 1999 ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৬

পরীক্ষার ফলাফল বিপর্যয়ের কারণে অনুদান বন্ধ প্রসঙ্গে

সম্প্রতি একটি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত চট্টগ্রাম শিক্ষাবোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত ১৯৯৮ সালের এস,এস,সি ও এইচ,এস,সি পরীক্ষার ফল বিপর্যয়ের কারণ নির্ণয়ের প্রাথমিক প্রক্রিয়া হিসাবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে চট্টগ্রাম শিক্ষাবোর্ড কর্তৃপক্ষ দেড় শতাধিক স্কুল ও কলেজে 'কারণ দর্শাও' নোটিস প্রেরণ করিয়াছেন। বোর্ড সূত্রে জানা গিয়াছে, যে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাসের হার ৩০%-এর নীচে সে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকেই 'কারণ দর্শাও' নোটিস দেওয়া হইয়াছে। ফলাফল বিপর্যয়ের ব্যাখ্যা সন্তোষজনক না হইলে সংশ্লিষ্ট স্কুল-কলেজের সরকারী অনুদান বন্ধ করিয়া দেওয়ার আশংকা রহিয়াছে। ফলাফল বিপর্যয়ের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ব্যাখ্যা কী হইবে, তাহা আমাদের জানা নাই। তবে যতদূর জানা যায় যে, ৯৮ সালের এস,এস,সি ও এইচ,এস,সি পরীক্ষায় নকল বন্ধের ব্যাপারে চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসন ও বোর্ড কর্তৃপক্ষ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। কাজেই ফলাফল বিপর্যয়ের প্রাথমিক কারণ হিসাবে আমরা ধরিয়া নিতে পারি যে, চট্টগ্রাম শিক্ষাবোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত ৯৮ সালের পরীক্ষাসমূহ মোটামুটি নকলমুক্ত পরিবেশে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। কাজেই এই জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সরকারী অনুদান বন্ধ করিয়া দেওয়া সমীচীন হইবে না। ইহাছাড়া নূতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ক্ষেত্রে সরকারের যুগোপযোগী নীতিমালা রহিয়াছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নম্বর শিম/শাঃ ১১/বিবিধ-৩৯/৯৬/২৩০(৬০৬) অনুযায়ী বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ক্ষেত্রে মফস্বল এলাকায় নদী বা কোন প্রাকৃতিক বাধা না থাকিলে একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৪ কিলোমিটার এবং একটি কলেজের ৬ কি.মি. দূরত্বের মধ্যে কোনক্রমেই নূতন কোন স্কুল বা কলেজ স্থাপন করা যাইবে না। কিন্তু এই নীতিমালা পুরাপুরি অনুসৃত হয় না। তদুপরি নূতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সময় শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদনের পূর্বে চলে 'শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে মেধার চাইতে প্রাধান্য দেওয়া হয় ডোনেশনের উপর। ফলে শুরুতেই রহিয়া যায় একটি বড় ধরনের ত্রুটি। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই নূতন প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি হইতে চায় না। অনেক সময় জানাশোনা ব্যক্তিদের অনেক আগে এস,এস,সি পাস করা স্ত্রী বা পুত্র-কন্যাদের শিক্ষাবিরতি প্রমার্জন পত্রের মাধ্যমে ভর্তি করা হইয়া থাকে। কাজেই এই সমস্ত ছাত্র/ছাত্রীর ফলাফল কেমন হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়। তাই ৩০% -এর নীচে পাস করা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সরকারী অনুদান বন্ধ না করিয়া বরং নূতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ক্ষেত্রে সরকারী নীতিমালা পুরোপুরি অনুসরণ ও শিক্ষক নিয়োগের সময় যাহাতে মেধাবী তরুণেরা আসিতে পারে, সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

মোঃ নাসির উদ্দিন,
প্রভাষক, অর্থনীতি,
সাহেবাবাদ ডিগ্রী কলেজ,
কুমিল্লা ৩৫২০।